Pagla Dashu by Sukumar Roy

suman_ahm@yahoo.com

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া ফেলে। সেবার এক নতুন দরোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক করিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ মুখের চেহারায়, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে। তাহার চোখ দুটি গোল গোল, কান দুটি অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়-

ক্ষীনদেহ খর্বকায় মুন্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক
এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

'দাশু' অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভরতি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের 'ক্লাশের ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু তাহাকে খামাখা দুকথা শুনাইয়া বলিল, 'আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ? আজ এঁকে ইংরাজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব,

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধু তাহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ে মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বইখানা কার ?' জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, 'আমার'। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'হুঁ-নতুন সংস্করণ বুঝি ? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।' এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন-'যশোবন্ত দারোগা-লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক।' জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, 'এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখচ বুঝি ?' জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, 'থাক্ থাক্ আর ভালোমানষি দেখিয়ে কাজ নেই-ঢের হয়েছে।' লজ্জায় অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল-আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে এটি দাশু ভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টাতামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময় সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানা রকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল, 'ভাই আমাদের পাড়ায় যখনই কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস ?' আমরা বলিলাম, 'খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি ?' সে বলিল, 'তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয়, আমি সেইখানে ছাতের উপর বার দুয়েক চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, ত্রিসীমানায় যত কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।' একবার সে হঠাৎ পেন্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢল্‌ঢলে পায়জামার মতো পেন্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতে ছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পেন্টলুন পরেছিস্ কেন ?' দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, 'ভালো করে ইংরাজি শিখব ব'লে।' আর একবার সে খামকা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা তামাশা করায়, যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদবেই গান গাহিতে পারে না, তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারে নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন স্কুলে দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য সে চিৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমর কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোন শাস্তি হইল না।

একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাশে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ ?' দাশু বলিল, 'আজ্ঞে আমার জিনিসপত্র।' জিনিসপত্রটা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কিরে বাপু ? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, 'খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।' তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতর কি যেন দেখিয়া লইল, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম-অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, 'ওটা ওর টিফিনের বাক্স-ওর মধ্যে খাবার আছে।' কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, 'ওটা বোধ হয় ওর মনি-ব্যাগ-ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।' আর একজন বলিল, 'টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন ? ওকি স্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি ?'

একদিন টিফিনের সময় দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, 'এটা এখন তোমার কাছে রাখো, দেখো হারায়না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিও।' এই বলিয়া সে বাক্সটি দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধে পাওয়া গিয়াছে, এখন দরোয়ানটা একটু তফাত গেলেই হয়। খানিক বাদে দরোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া, কতকগুলো বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দরোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র, আমরা পাঁচ-সাত-জনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁটলা ন্যাকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স-তাহার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেটি খুলিয়া একখানি কার্ড বাহির হইল, তাহার এক পিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর এক পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়।' দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, 'ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।' আর একজন বলিল, 'যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টেরও না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তা হলে সে নিজেই জব্দ হবে।' আমি বলিলাম, 'বেশ কথা। ও আসলে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বলো আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বার বার করে জানতে চেয়ো।' তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম। বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শোনা গেল-চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপর বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটি কুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাশা দেখিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দরোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাহিরে যাওয়ার ভান করা, এ সমস্ত তাহার শয়তানি।

চীনে পটকা

আমাদের রামপদ তাহার জন্মদিনে একহাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র, আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল পাগলা দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিতো না, দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, 'দাশুকে কিছু দে।' রামপদ বলিল, 'কি রে দাশু খাবি নাকি ? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে-তা হলে মিহিদানা পাবি।' এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারেই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীর ভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দরোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে সে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া, কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম-দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাশে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট ভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিরে দাশু, কিছু করেছিস নাকি ?' নিতান্ত ভালোমানুষের মতো দাশু বলিল, 'হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।' আমি বলিলাম, 'দুৎ! সে কথা কে বলছে ? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো ?' সে এ কথায় ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পন্ডিত মহাশয় ক্লাশে

পন্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোনো তাড়া হুড়ো করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য রকম ধারাল হইয়া উঠে। পন্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই 'নদী শব্দের রূপ কর' বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে, পন্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়ঘড় শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'কাটকুট' আর 'দশপঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো খুব আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত কেবল দাশু এক কোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই। একটু বাদে পন্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পন্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্‌ফাট্ দুম্‌দাম্ ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে তান্ডব কোলাহল উঠিয়া, সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন, যত রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে-দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পন্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া, তার পর হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া, একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়ফড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবর হাই জাম্পে ফার্ষ্ট প্রাইজ পায় তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' নামতা আওড়াতেছিল-তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্কুলময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল-দরোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠান্ডা হইয়া আসিল তখন পন্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।' দরোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল- রামপদর সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পন্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকটি করিয়া বলিলেন, 'এ হাঁড়িটি কার ?' রামপদ বলিল, 'আজ্ঞে আমার।' আর কোথা যায়-অমনি দুই কানে দুই পাক! 'হাঁড়িতে কি রেখেছিলি!' রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, 'আজ্ঞে ওর মধ্যে মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর-' মুখের কথা শেষ না হইতেই পন্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'তারপর মিহিদানাগুলো চিনে পটকা হয়ে ফুটতে লাগল, না ??' বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়াই দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাশে আসিয়া জড় হইয়া ছিলেন; তাঁহারাও এক বাক্যে হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনাদোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি ! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পন্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখুন। আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল-এই দেখুন কাটকুটের ঘর কাটা।' শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা, পন্ডিত মশাই আমার উপর প্রচন্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়াগেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, 'চোপরাও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম ?' দাশু খানিক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, তবে যে আপনার নাক ডাকছিল ?' পন্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, 'বটে ? ওরা সব খেলা কচ্ছিল ? আর তুমি কি কচ্ছিলে ?' দাশু অম্লান বদনে বলিল, 'আমি পটকায় আগুন দিচ্ছিলাম।' শুনিয়া সকলের চক্ষুস্থির !ছোকরা বলে কি?

দাশুর খ্যাপামি

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সেও একটা কিছু অভিনয় করে।

একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেই তো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, 'সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!' দাশুর তখন 'তবে আয় সম্মুখে সমরে'-ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার 'খোল তলোয়ার' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি 'দাড়া, দেখছিস না বকলস আটকিয়ে গেছে' ব'লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ার খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি,' তখন দাশুর বলবার কথা ছিল 'নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি,' কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তারপরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, জিব কেটে 'ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম' ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, 'না, সে কিছুতেই হবে না।' বিশু বলল, 'তার চাইতে ভজু-মালিকে ডেকে আনলেই হয়!' দাশু বেচারা প্রথম খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে-তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে ? তুই এখানে কি করছিস ?' দাশু বলল, 'বাঃ, পোশাক পরব না ?' আমি বললাম, 'পোশাক পরবি কিরে ? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।' দাশু বলল, 'বা, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো?' শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, 'কেন গণশার কি হল ?' দাশু বলল, 'কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলে পার ?' তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারা স্কুলে খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, 'না আমি কক্ষনো একটিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।' আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস ? তোদের লজ্জাও করে না ?' ব'লেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, 'বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্ত হয়ে আছে।' এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশি হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, 'আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তা হলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভন্ডুল করে দেব।'

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার বলবার কথা 'দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?' কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, 'তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!' এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি। শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, 'বারবার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।' বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' ব'লে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে

রবে দারিদ্র যাতনা' ইত্যাদি- নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, 'যাও সব নিজ নিজ কাজে' ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল আর ঝুপ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, 'হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।' দাশু বলল, 'বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।' আমি বললাম, 'তুই কেন মাঝখানে এসে সব গোল বাধিয়ে দিলি ? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।'

দাশু বলল, 'রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে ? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে ? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল ?' রামপদ বলল, 'ওকে ধরে ঘা দুচার লাগিয়ে দে।'

দাশু বলল, 'লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা ?'

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুল সুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ, করে ছুটে আসল। 'ডাকাতে ধরেছিল ?বলিস কিরে !' ডাকাত না তো কি ? বিকাল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক-নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, 'রাস্তায় সঙ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল ?' নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় ব'লে উঠল, 'আমি কি করব ? আমায় ডাকাতে ধরেছিল-' শুনে তার মামা প্রকান্ড এক চড় তুলে বললেন, 'ফের জ্যাঠামি!' নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা-কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল, কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেছিল। দু একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরোনো ব'লে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, 'ওটা তো জুতোর ফোস্কা' তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, 'যাও তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।' কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘন্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস্ ? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।' যেমন বলা অমনি দাশরথী হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে বই-টই ফেলে, খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পন্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবলে, 'ছোড়াটা ক্ষেপে গেল না কি ?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠান্ডা হয়ে বইটই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পন্ডিতমশাই বললেন, ওরকম হাসছিলে কেন ?' দাশু নবীনকে দেখিয়ে বললে, 'ঐ ওকে দেখে।' পন্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলের তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটা ঘন্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল। টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল 'কিরে দেশো! বড় যে হাসতে শিখেছিস!' দাশু বললে, 'হাসব না ? তুমি কাল ধুচনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি ? দেখলে বুঝতে কেমন মঙ্কা!' আমরা সবাই বললাম, 'সে কি রকম ? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে ?' দাশু বললে, 'তাও জান না ? ওই

যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক-সেই জন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, 'তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?' দাশু বললে, 'দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?' বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়, তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কান্ড হবে। মোহন এসেই বলল, 'কেষ্টা কই?' কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বললে, 'ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।' মোহন বললে, 'কিহে ছোকরা, তুমি সব জানো নাকি?' দাশু বললে, 'না, সব আর জানব কোত্থেকে- এইতো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরাজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেটরি-' মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, 'সেদিন, নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা?' দাশু

জানোই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল ঘুঁষি চড়, আঁচড় কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে-তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।' ম্যাট্রিক ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন ?' কেষ্টা বলল, 'ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে একসের জিলিপি পাবি।' আমরা বললাম, 'কৈ, আমাদের তো ভাগ দিলিনে?' কেষ্টা বলল, 'সে কথা আর বলিস কেন ? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা আমার কাছে কেন ? ময়রার দোকানে যা পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।'

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে ?

suman_ahm@yahoo.com
For More Books Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from http://www.scp-solutions.com/order.html